পূর্ণিমা

মাহমুদুল হক ফয়েজ

আজ ভরা পূর্ণিমা। অপূর্ব চাঁদ উঠেছে পূব আকাশ ছেয়ে। এ রকম এক ভরা পূর্ণিমায় ওরা দুজন দুজনকে কথা দিয়েছিলো, কেউ কাউকে ছেড়ে যাবেনা কখনো। সুমন আর ইতি। জীবনটাকে শুরুই করেনি এখনো। আগামি জীবনের একটা প্রচ্ছন্ন স্বপ্ন-বিভোরতায় সময় গুলো দ্রুত যাচ্ছে ওদের। কত কি স্বপ্ন, কত কি আকাঙ্খা। লম্বা তার ফিরিস্তি।

বিকেল থেকে ওরা পার্কে ঘুরছে। পার্কের লেকটাকে ঘিরে কখনো মৌননির্জনতায়, কখনো উৎফুল্লতায় হেলে দুলে সময় কাটিয়ে দিচ্ছে। বিকেলে কোত্থেকে এক মাছরাঙা পাখি উড়ে এসে লেকের পাড়ের ছোট এক ডালে এসে বসলো। ওরা দেখলো পাখিটা ঝুপ করে পানিতে ডুব দিয়ে একটা ছোট মাছ মুখে নিয়েই এসে বসলো আবার ডালে। ইতি ওদিকে তাকিয়ে সুমনকে ইশারায় হেসে বল্ল, ‘ওই মাছরাঙাটা তুমি’।

হাসলো সুমন। ‘আর তুমি বুঝি জলসঞ্চারিনী মৎস্য কন্যা ?’

‘তাইতো, তুমি হুট করে এলে খপ্ করে ধরে ফেল্লে’ ।
‘মাছরাঙা পাখির মত আমি বুঝি তোমাকে খেয়ে ফেলছি’ !
‘খাচ্ছনা শুধু, একেবারে গিলে ফেলছো’,
হেসে লুটিয়ে পড়লো ইতি । তারপর এক টুকরো নিথর নিস্তব্ধতা । নিরবতা ভাঙলো ইতি ।

‘তুমি কী ভালবাস’ ?
পার্কের একটা পাতা ছুঁয়ে আনমনে বলল ইতি ।
‘মাছরাঙা পাখি’ । নির্লিপ্ত ভাবে উত্তরটা দিয়েই ইতির চোখাচোখি হলো । একটু থেমে কি যেন ভাবলো । তারপর কাঁধ নীচু করে কিছুটা বাঁকিয়ে একটা ছোট্ট লাফ দিল সুমন । যেন একটা পাহাড় ডিঙ্গিয়ে গেল ।
‘মাছরাঙা পাখি!’ ঘাড় বাঁকিয়ে অবাক দৃষ্টিতে চোখ টানটান করে তাকাল ইতি । ‘ওরা দেখতে খুব সুন্দর ফিটফাট, চিক চিক করে শরীর, কিন্তু কাজটা খুব খারাপ করে’ ।
‘মানে? কি খারাপ করে ?’
‘এই যে, ঝোপ ঝাড়ের আড়ালে চুপটি করে বসে থাকে । সুযোগ সন্ধানী । তারপর সুযোগ বুঝে ছোঁ মেরে ছোট্ট মাছটা পানিতে ডুব দিয়ে নিয়ে যাবে । আহারে মাছটা ! ওকি আর জানতো ! কেন বাবা, ধরবি যখন, যুদ্ধ করে ধর !’
সুমন মৃদু হাসে, কথা বাড়ায় না । একটু চুপ থেকে বল্ল-
‘তোমার’ ?
ইতি আকাশের দিকে তাকিয়ে সুন্দর ভঙ্গিতে বল্ল-
‘চাঁদ । পূর্ণিমার চাঁদ । ভরা পূর্ণিমা আমাকে দারুন মাতাল করে দেয় । জোৎস্নারা যখন আমাকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায়, এক পুলকিত আবেগে আপ্লুত হয়ে উঠি । চাঁদের দিকে তাকিয়ে ভাবি, আহা দূরে সুদূরে নিঃসঙ্গ আমারই মত আমাকে হয়ত কেউ দেখছে । আমি ছায়ায় তার মুখ দেখি ।’

একটু চুপ থেকে ইতি আবার বলে-

‘ পূর্ণিমার চাঁদের দিকে তাকালে তুমি আমাকে দেখতে পাবে । যত দূরেই আমি থাকি ।’
‘তোমাকে দেখতে চাঁদের দিকে তাকাতে হবে কেন? আমি তো সরাসরি দেখতে পাচ্ছি ।’
ঘুরে ইতির দিকে মুখ ফিরালো সুমন ।
‘না- যখন থাকবোনা, তখন ।’ খিল খিল করে হাসে ইতি ।

যন্ত্রনার গভীর থেকে কে আর কষ্টের বেদনা বুকে তুলে নিতে চায়! সেদিন ভরা পূর্ণিমায় সুমন কি কখনো ভেবেছিলো, এক দীর্ঘ অনন্ত কষ্টের নিঃসঙ্গতায় নিজেকে জড়িয়ে ফেলতে হবে ! এক গাড়ি দুর্ঘটনায় ওদের সব স্বপ্নসাধ চিরতরে নস্যাত হয়ে যাবে !!
কথা রাখেনি ইতি । কিন্তু পূর্ণিমার সে ভরা জ্যোৎস্নায় সুমন তার কথা রেখেছে ।

জোৎস্নার শরীর ছুঁয়ে ছুঁয়ে কুয়াশায় বেজে যায় বেহাগের সুর । গোরস্থানের বৃদ্ধ খাদেম দীর্ঘদিন ধরে দেখে আসছে এক মাঝবয়সী নিঃসঙ্গ পুরুষ একটা পুরাতন কবরে প্রতি পূর্ণিমায় কিছু লাল গোলাপের পাপড়ি ছড়িয়ে দিয়ে যায় । তারপর পূর্ণিমার চাঁদের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে বিড়বিড় করে কি যেন কি মন্ত্র পড়তে পড়তে নিশ্চুপ ফিরে যায় আপন পথে ।

মাহমুদুল হক ফয়েজ
পুরাতন হাসপাতাল সড়ক
মাইজদী কোর্ট
নোয়াখালী-৩৮০০
ফোন:- ০৩২১-৬১৪৭০ (বাসা)
মোবা:- ০১৭১১২২৩৩৯৯
e-mail:- mhfoez@gmail.com

পূর্ণিমা

মাহমুদুল হক ফয়েজ

আজ ভরা পূর্ণিমা। অপূর্ব চাঁদ উঠেছে পূব আকাশ ছেয়ে। এ রকম এক ভরা পূর্ণিমায় ওরা দুজন দুজনকে কথা দিয়েছিলো, কেউ কাউকে ছেড়ে যাবেনা কখনো। সুমন আর ইতি। জীবনটাকে শুরুই করেনি এখনো। আগামি জীবনের একটা প্রচ্ছন্ন স্বপ্ন-বিভোরতায় সময় গুলো দ্রুত যাচ্ছে ওদের। কত কি স্বপ্ন, কত কি আকাঙ্খা। লম্বা তার ফিরিস্তি।

বিকেল থেকে ওরা পার্কে ঘুরছে। পার্কের লেকটাকে ঘিরে কখনো মৌননির্জনতায়, কখনো উৎফুল্লতায় হেলে দুলে সময় কাটিয়ে দিচ্ছে। বিকেলে কোত্থেকে এক মাছরাঙা পাখি উড়ে এসে লেকের পাড়ের ছোট এক ডালে এসে বসলো। ওরা দেখলো পাখিটা ঝুপ করে পানিতে ডুব দিয়ে একটা ছোট মাছ মুখে নিয়েই এসে বসলো আবার ডালে। ইতি ওদিকে তাকিয়ে সুমনকে ইশারায় হেসে বল্ল, 'ওই মাছরাঙাটা তুমি'।

হাসলো সুমন। 'আর তুমি বুঝি জলসঞ্চারিনী মৎস্য কন্যা ?'

‘তাইতো, তুমি হুট করে এলে খপ্ করে ধরে ফেল্লে’ ।
‘মাছরাঙা পাখির মত আমি বুঝি তোমাকে খেয়ে ফেলছি’ !
‘খাচ্ছনা শুধু, একেবারে গিলে ফেলছো’,
হেসে লুটিয়ে পড়লো ইতি । তারপর এক টুকরো নিথর নিস্তব্ধতা । নিরবতা ভাঙলো ইতি ।

‘তুমি কী ভালবাস’ ?
পার্কের একটা পাতা ছুঁয়ে আনমনে বলল ইতি ।
‘মাছরাঙা পাখি’ । নির্লিপ্ত ভাবে উত্তরটা দিয়েই ইতির চোখাচোখি হলো । একটু থেমে কি যেন ভাবলো । তারপর কাঁধ নীচু করে কিছুটা বাঁকিয়ে একটা ছোট্ট লাফ দিল সুমন । যেন একটা পাহাড় ডিঙ্গিয়ে গেল ।
‘মাছরাঙা পাখি!’ ঘাড় বাঁকিয়ে অবাক দৃষ্টিতে চোখ টানটান করে তাকাল ইতি । ‘ওরা দেখতে খুব সুন্দর ফিটফাট, চিক চিক করে শরীর, কিন্তু কাজটা খুব খারাপ করে’ ।
‘মানে? কি খারাপ করে ?’
‘এই যে, ঝোপ ঝাড়ের আড়ালে চুপটি করে বসে থাকে । সুযোগ সন্ধানী । তারপর সুযোগ বুঝে ছোঁ মেরে ছোট্ট মাছটা পানিতে ডুব দিয়ে নিয়ে যাবে । আহারে মাছটা ! ওকি আর জানতো ! কেন বাবা, ধরবি যখন, যুদ্ধ করে ধর !’
সুমন মৃদু হাসে, কথা বাড়ায় না । একটু চুপ থেকে বল্ল-
‘তোমার’ ?
ইতি আকাশের দিকে তাকিয়ে সুন্দর ভঙ্গিতে বল্ল-
‘চাঁদ । পূর্ণিমার চাঁদ । ভরা পূর্ণিমা আমাকে দারুন মাতাল করে দেয় । জোৎস্নারা যখন আমাকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায়, এক পুলকিত আবেগে আপ্লুত হয়ে উঠি । চাঁদের দিকে তাকিয়ে ভাবি, আহা দূরে সুদূরে নিঃসঙ্গ আমারই মত আমাকে হয়ত কেউ দেখছে । আমি ছায়ায় তার মুখ দেখি ।’

একটু চুপ থেকে ইতি আবার বলে-

‘ পূর্ণিমার চাঁদের দিকে তাকালে তুমি আমাকে দেখতে পাবে । যত দূরেই আমি থাকি ।’
‘তোমাকে দেখতে চাঁদের দিকে তাকাতে হবে কেন? আমি তো সরাসরি দেখতে পাচ্ছি ।’
ঘুরে ইতির দিকে মুখ ফিরালো সুমন ।
‘না- যখন থাকবোনা, তখন ।’ খিল খিল করে হাসে ইতি ।

যন্ত্রনার গভীর থেকে কে আর কষ্টের বেদনা বুকে তুলে নিতে চায়! সেদিন ভরা পূর্ণিমায় সুমন কি কখনো ভেবেছিলো, এক দীর্ঘ অনন্ত কষ্টের নিঃসঙ্গতায় নিজেকে জড়িয়ে ফেলতে হবে ! এক গাড়ি দুর্ঘটনায় ওদের সব স্বপ্নসাধ চিরতরে নস্যাত হয়ে যাবে !!
কথা রাখেনি ইতি । কিন্তু পূর্ণিমার সে ভরা জ্যোৎস্নায় সুমন তার কথা রেখেছে ।

জোৎস্নার শরীর ছুঁয়ে ছুঁয়ে কুয়াশায় বেজে যায় বেহাগের সুর । গোরস্থানের বৃদ্ধ খাদেম দীর্ঘদিন ধরে দেখে আসছে এক মাঝবয়সী নিঃসঙ্গ পুরুষ একটা পুরাতন কবরে প্রতি পূর্ণিমায় কিছু লাল গোলাপের পাপড়ি ছড়িয়ে দিয়ে যায় । তারপর পূর্ণিমার চাঁদের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে বিড়বিড় করে কি যেন কি মন্ত্র পড়তে পড়তে নিশ্চুপ ফিরে যায় আপন পথে ।

মাহমুদুল হক ফয়েজ
পুরাতন হাসপাতাল সড়ক
মাইজদী কোর্ট
নোয়াখালী-৩৮০০
ফোন:- ০৩২১-৬১৪৭০ (বাসা)
মোবা:- ০১৭১১২২৩৩৯৯
e-mail:- mhfoez@gmail.com